তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ২৩২১

 **জুড়ী নদীর ভাঙন রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে**

 **---পরিবেশ মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৪ আষাঢ় (২৮ জুন) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, মৌলভীবাজার জেলায় জুড়ী নদীর ভাঙন রোধে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। বড়ো প্রকল্প গ্রহণ এবং তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করে স্থানীয় জনগণের দুর্ভোগের স্থায়ী সমাধান করা হবে।

পরিবেশ মন্ত্রী আজ জুড়ী নদীর ভাঙন রোধ বিষয়ে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সাথে তাঁর ঢাকাস্থ সরকারি বাসভবন থেকে অনলাইনে যুক্ত হয়ে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, পাহাড়ি ঢলের কারণে জুড়ী নদীর ভাঙন প্রতিরোধে সাময়িক মেরামত করলে তা টেকসই হবে না। তাই স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে প্রকল্প গ্রহণ করে তা সুবিধাজনক সময়ে বাস্তবায়ন করা হবে। ফলে কাশিনগর গ্রাম এবং জুড়ী নদীর ভাঙন কবলিত অন্যান্য স্থানের প্রাথমিক বিদ্যালয়, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা রক্ষা পাবে।

উল্লেখ্য, পরিবেশ মন্ত্রীর নির্দেশে জুড়ী উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান রিংকু রঞ্জন দাশ, পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকৌশলী এবং স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ ভাঙন কবলিত স্থান পরিদর্শন করে করণীয় বিষয়ে মন্ত্রীকে অবহিত করেছেন।

#

দীপংকর/নাইচ/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/২১২৭ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ২৩২০

**শিল্প মন্ত্রণালয়ের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত**

**প্রকল্প বাস্তবায়নে শিল্প মন্ত্রণালয় শীর্ষে**

ঢাকা, ১৪ আষাঢ় (২৮ জুন) :

বৃহৎ বরাদ্দপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়সমূহের মধ্যে মে ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে শিল্প মন্ত্রণালয় শীর্ষস্থানে রয়েছে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে (আইএমইডি)-এর এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, বৃহৎ বরাদ্দপ্রাপ্ত ১৫টি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে মে ২০২০ পর্যন্ত শিল্প মন্ত্রণালয় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) সর্বোচ্চ ৭৯ দশমিক ৩ শতাংশ বরাদ্দ বাস্তবায়ন করেছে।

আজ ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) পর্যালোচনা সভায় এ তথ্য জানানো হয়। অনলাইনে ভার্চুয়াল মাধ্যমে সভাটি পরিচালনা করা হয়। শিল্প সচিব কে এম আলী আজমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন। শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

সভায় জানানো হয়, কেরু এন্ড কোম্পানির উৎপাদিত অ্যালকোহলের বিক্রি বৃদ্ধির লক্ষ্যে আরো পাঁচটি নতুন লাইসেন্স পেতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর দরখাস্ত করা হয়েছে। এছাড়া, প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন ব্যতীত বাংলাদেশ সুগার এন্ড ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিএসএফআইসি)-এর আওতাধীন শিল্প কারখানাগুলোতে অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগ না করার বিষয়ে কঠোর নির্দেশনা প্রদান করা হয়।  বিএসএফআইসি'র  আওতাধীন ১৪টি চিনিকলে বর্জ্য শোধনাগার বা ইটিপি স্থাপনের কাজ দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়েও সভায় তাগাদা প্রদান করা হয়।

সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় শিল্পমন্ত্রী বলেন, করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলা করে স্বাস্থ্য-সুরক্ষা বিধি মেনে উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। তিনি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শিল্প কারখানাগুলোকে লাভজনক করার বিষয়ে কর্মকর্তাদের আরও তৎপর হবার আহবান জানান। সারের সংরক্ষণে নির্মাণাধীন ১৩টি বাফার গোডাউনের কাজ দ্রুত সমাপ্ত করার নির্দেশনা দেন এবং নতুন ৩৪টি বাফার গোডাউনের নির্মাণ প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করার স্বার্থে বাংলাদেশ স্টিল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করার পরামর্শ প্রদান করেন।

সভায় শিল্প  মন্ত্রণালয়ের একমাত্র মেগা প্রজেক্ট ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি নির্মাণ প্রকল্প দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাবার নির্দেশনা দেন শিল্প মন্ত্রী। তিনি বলেন,  প্রকল্পের কাজে শুধু অগ্রগতি নয়, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এগুলো বাস্তবায়ন দেখতে চাই। এজন্য কাজের গতি যেকোনো মূল্যে অব্যাহত রাখতে হবে। শিল্পমন্ত্রী করোনার প্রাদুর্ভাবজনিত পরিস্থিতি উত্তরণে শিল্প খাতের জন্য ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ দ্রুত বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করেন।

শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার আসন্ন ঈদুল আজহার পূর্বেই সাভারে অবস্থিত চামড়া শিল্প নগরীর কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার বা সিটিপির  অবশিষ্ট কাজ অতি দ্রুত সমাপ্তের নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বলেন, পর্যাপ্ত সংখ্যক বাফার গোডাউনের অভাবে মূল্যবান রাসায়নিক সার অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে। এতে সারের গুণগত মান ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তিনি এসময় নির্মাণাধীন ১৩টি বাফার গোডাউনসহ নতুন ৩৪টি বাফার গোডাউনের নির্মাণের কাজ দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাবার নির্দেশনা দেন।

সভাপতির বক্তৃতায় শিল্পসচিব এ কে আলী আজম বলেন, প্রকল্পগুলোর আর্থিক এবং বাস্তব কাজের অগ্রগতির মধ্যে সমন্বয় রেখে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বিভিন্ন সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে প্রতিপালনের জন্য কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান করে তিনি বলেন, মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাদের ম্যাথোডিক্যাল ও পারফরমেন্স অরিয়েন্টেড হতে হবে।

শিল্প মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর-সংস্থাসমূহের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

#

মাসুম/নাইচ/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/২০৩০ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ২৩১৯

**ফেনী জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতির মৃত্যুতে ওবায়দুল কাদেরের শোক**

ঢাকা, ১৪ আষাঢ় (২৮ জুন) :

ফেনী জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এডভোকেট আক্রামুজ্জামানের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের ।

মন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায়  মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

#

নাছের/নাইচ/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৯৫২ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ২৩১৮

**করোনাকালের অনুদান : তথ্যমন্ত্রীকে চলচ্চিত্র সংগঠনগুলোর অভিনন্দন**

ঢাকা, ১৪ আষাঢ় (২৮ জুন) :

করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত চলচ্চিত্র শিল্পকে সহায়তার লক্ষ্যে এ বছর তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে পূর্বের তুলনায় বেশি সংখ্যক চলচ্চিত্রকে অনুদান দেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছিলেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। গত ২৫ জুন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে তা প্রতিফলিত হয়েছে। ১৬টি পূর্ণদৈর্ঘ্য ও ৯টি স্বল্পদৈর্ঘ্য মিলে চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২৫টি চলচ্চিত্রকে অনুদান দেওয়া হয়েছে। গত অর্থবছরে অনুদান পেয়েছিল মোট ১৪টি চলচ্চিত্র ।

চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতি, পরিচালক সমিতি ও প্রযোজক পরিবেশক সমিতি অনুদানের এ সিদ্ধান্তের জন্য তথ্যমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়েছে। চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির সভাপতি মিশা সওদাগর ও সাধারণ সম্পাদক জায়েদ খান টেলিফোনে ড. হাছানকে সময়োপযোগী পদক্ষেপের জন্য শিল্পীদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

পরিচালক সমিতির সভাপতি মুশফিকুর রহমান গুলজার স্বাক্ষরিত অভিনন্দন পত্রে বলা হয়, 'তথ্য মন্ত্রণালয় ২০১৯-২০ অর্থবছরে সরকারি অনুদানে চলচ্চিত্র নির্মাণের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং মূলধারার চলচ্চিত্র নির্মাতাদেরকে প্রাধান্য দেওয়ায় এবং অনুদানের অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করায় তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদকে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতির পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

'ভবিষ্যতেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে এবং আমাদের চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অঙ্গীকার বাস্তবায়নে তথ্যমন্ত্রী ও তথ্য মন্ত্রণালয় সময়োপযোগী ও যথাযথ ব্যবস্থা করবেন' বলে আশা প্রকাশ করেন তারা।

চলচ্চিত্র প্রযোজক পরিবেশক সমিতির সভাপতি খোরশেদ আলম খসরু স্বাক্ষরিত তাদের পত্রে বলা হয়, 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র প্রযোজক পরিবেশক সমিতির নির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের আপনার সাথে প্রথম সাক্ষাতের সময় দাবি ছিল, সরকারি অনুদানের ছবিতে যেন মূলধারার প্রযোজক পরিচালকদের প্রাধান্য দেওয়া হয়। সরকারি প্রজ্ঞাপনে দেখা যায় মূলধারার অধিকাংশ প্রযোজক পরিচালক সরকারি অনুদানের ছবি পেয়েছেন। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র প্রযোজক পরিবেশক সমিতির পক্ষ থেকে আপনার প্রতি অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।'

চলচ্চিত্রের এ সকল সংগঠন এবারের অনুদানকে করোনা বিপন্ন সময়ে চলচ্চিত্রের জন্য আশীর্বাদ হিসেবে বর্ণনা করেছে।

#

আকরাম/নাইচ/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৯৪০ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ২৩১৭

**শ্রমিকদের গোল্ডেন হ্যান্ডশেক প্রক্রিয়ার অবসায়নের মাধ্যমে মিলগুলোকে আধুনিকায়ন করা হবে**

 **---বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৪ আষাঢ় (২৮ জুন) :

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী বলেছেন, বিজেএমসি’র ক্রমবর্ধমান লোকসানের কারণে শ্রমিকদের গোল্ডেন হ্যান্ডশেক প্রক্রিয়ার অবসায়নের মাধ্যমে মিলগুলোকে বর্তমান দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা অনুযায়ী আধুনিকায়ন করা হবে।

বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি) এর কার্যক্রম পর্যালোচনা বিষয়ে ব্রিফিংয়ে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী এ কথা বলেন। সভায় বস্ত্র ও পাট সচিব লোকমান হোসেন মিয়া ও অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ আবুল কালাম এ সময় উপস্থিত ছিলেন। আজ রবিবার অনলাইনে এ ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয় ।

মন্ত্রী জানান,২০১৪ সাল থেকে অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকদের (৮,৯৫৪ জন) প্রাপ্য সকল বকেয়া, বর্তমানে কর্মরত শ্রমিকদের (২৪,৮৮৬ জন) প্রাপ্য বকেয়া মজুরি, শ্রমিকদের পিএফ জমা, গ্র্যাচুইটি এবং সে সাথে গ্র্যাচুইটির সর্বোচ্চ ২৭ শতাংশ হারে অবসায়ন সুবিধা একসাথে শতভাগ পরিশোধ করা হবে। এজন্য সরকারি বাজেট হতে প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা প্রদান করা হবে। অবসায়নের পর মিলগুলো সরকারি নিয়ন্ত্রণে পিপিপি/যৌথ উদ্যোগ/জি টু জি/লিজ মডেলে পরিচালনার উদ্যোগ নেওয়া হবে। নতুন মডেলে পুনঃচালুকৃত মিলে অবসায়নকৃত বর্তমান শ্রমিকেরা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজের সুযোগ পাবে। একই সাথে এসব মিলে নতুন কর্মসংস্থানেরও সৃষ্টি হবে।

ব্রিফিংয়ে জানান হয়, বেসরকারি খাতে মাসিক মূল মজুরি ২৭০০ টাকার বিপরীতে উৎপাদনশীলতা ও মজুরি কমিশন ২০১৫ বাস্তবায়নের পর বিজেএমসি’র পাটকলসমূহে তা ৮৩০০ টাকায় উন্নীত হয়েছে। ফলে সরকারি মিলে ইউনিট প্রতি উৎপাদন খরচে মজুরির অংশ  ৬০-৬৩ শতাংশ, যা বেসরকারি খাতের প্রায় তিনগুণ।

উৎপাদন খরচ অস্বাভাবিক বেশি হওয়ায় বাজারে টিকে থাকার জন্য বিজেএমসিকে হ্রাসকৃত দরে পণ্য বিক্রয় করতে হয়। এতে করে পাটখাতে সার্বিক প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং বেসরকারি খাতের মিলগুলো উৎপাদিত পণ্যের দর নির্ধারণের ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হয়। এটি পাটখাতের সামগ্রিক ভারসাম্য ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নস্যাৎ করছে। উৎপাদন খরচের চেয়ে কম মূল্যে পণ্য বিক্রয়ের প্রতিক্রিয়ায় অন্যতম প্রধান বাজার ভারত ইতোমধ্যে বাংলাদেশ থেকে পাটপণ্য আমদানিতে এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করেছে। এতে কেবল বিজেএমসিই নয়, বেসরকারি খাতের রপ্তানিকারকেরাও বিপাকে পড়েছে।

বর্তমানে পাটপণ্য উৎপাদনে বিজেএমসি’র অবদান মাত্র ৮ দশমিক ২১ শতাংশ রপ্তানিতে এ হার আরও কম
৪ দশমিক ৪৫ শতাংশ। নামমাত্র উৎপাদন ও অনুল্লেখ্য রাপ্তানির জন্য সরকারি বাজেট থেকে বিপুল পরিমাণ ভর্তুকি দিয়ে মিলগুলোর কার্যক্রম বর্তমান কাঠামোতে অব্যাহত রাখা অর্থনৈতিক নীতির সাথে সাংঘর্ষিক।

পলিথিন ও প্লাস্টিক দ্রব্যের অতি ব্যবহারের দরুণ বিশ্বব্যাপী সৃস্ট পরিবেশ বিপর্যয়ের প্রভাবে বিশ্ব জুড়ে পাটসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক তন্তুর কদর সম্প্রতি বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। সম্প্রতি জাতিসংঘের ৭৪তম সাধারণ পরিষদে দ্বিতীয় কমিটিতে ‘প্রাকৃতিক তন্তুর উদ্ভিজ্জ ও টেকসই উন্নয়ন’ শিরোনামে পাটসহ প্রাকৃতিক তন্তুর ব্যবহার বিষয়ক একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। এর ফলে আন্তর্জাতিকভাবে পাটের কদর ও ব্যবহারিক মূল্য বৃদ্ধির একটি সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এর পাশাপাশি গত ২ দশকে বিশ্ব জুড়ে পাটের তৈরি নানাবিধ ও বহুমুখী পণ্যের চাহিদা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। কিন্তু বহুমুখী পাটপণ্যের উপযোগী কাঁচামাল তৈরির উৎপাদনের ক্ষমতা বিজেএমসি’র পাটকলসমূহের নেই।

সাম্প্রতিক সময়ে বহুমূখী পাটপণ্যের বৈশ্বিক চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানিতে লক্ষণীয় প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে এ খাতে রপ্তানি ২৩ দশমিক ৪৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। করোনাভাইরাসজনিত সংকটের কারণে প্রবৃদ্ধির এই ধারা গত ২   মাসে শ্লথ হয়ে আসায় মে ২০২০  পর্যন্ত অন্যান্য সকল খাতে ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধির বিপরীতে এ খাতে ৫ দশমিক ৭৪ শতাংম প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে এবং ১১ মাসে রপ্তানির পরিমাণ (৮১৭ দশমিক ৯৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) গত অর্থবছরের সার্বিক পরিমাণ (৮১৬ দশমিক ২৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) ছাড়িয়ে গেছে।

#

সৈকত/নাইচ/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৯৩০ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ২৩১৬

**করোনা ভাইরাস বিস্তার রোধে সমন্বয় সেলের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ১৪ আষাঢ় (২৮ জুন) :

সারা দেশে করোনা ভাইরাসের বিস্তার রোধে দায়িত্ব পালনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে একটি সমন্বয় সেল গঠন করেছে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

সমন্বয় সেলের করণীয় ঠিক করতে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে আজ মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মেলন কক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সভায় মোঃ তাজুল ইসলাম বলেন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে ঘোষিত কোনো নির্দিষ্ট এলাকা লকডাউন করা হলে সেই সব এলাকায় মানুষের কাছে খাদ্য, ঔষধসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করার জন্য স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীনে সকল প্রতিষ্ঠান ঠিকমত দায়িত্ব পালন করছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করবে এই সেল।

মন্ত্রী বলেন, গঠিত এই সমন্বয় সেল সারা দেশের তথ্য সংগ্রহ করবে এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করবে। এছাড়া করোনা ভাইরাসের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে সময়ে সময়ে এই কমিটি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, সিটি কর্পোরেশনসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রেখে ভাইরাস মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি।

মন্ত্রী বলেন, "একক প্রচেষ্টায় প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের বিস্তার রোধ করা সম্ভব নয়, এজন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সহ সাধারণ মানুষের সম্মিলিত অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। সবার নিজ নিজ জায়গা থেকে দায়িত্ব পালন করলে এই মহামারি থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।"

লকডাউন এলাকায় স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে টেলিমেডিসিন সার্ভিসের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বলেন মানুষকে ঘরে রাখতে হলে তাদের প্রয়োজনীয় চাহিদা সরবরাহ করতে হবে।

এ সময় স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, গত ২৩শে জুন করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে স্থানীয় সরকার বিভাগের অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের জন্য অতিরিক্ত সচিব মোঃ জহিরুল ইসলামকে আহ্বায়ক করে ১৫ সদস্যের একটি সমন্বয় সেল গঠন করা হয়।

#

হায়দার/নাইচ/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৮৫৬ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ২৩১৫

**নগদ অর্থ সহায়তা এবং ভিজিডি কার্ডে চাল বিতরণে অনিয়মে বরখাস্ত আরো দুই ইউপি চেয়ারম্যান**

ঢাকা, ১৪ আষাঢ় (২৮ জুন) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মোবাইল ব্যাংকিংয়ে নগদ অর্থ সহায়তা কর্মসূচির উপকারভোগীদের তালিকা প্রণয়ন এবং উপকারভোগীদের ভিজিডি কার্ড জালিয়াতির অভিযোগে দুই জন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেছে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে ২৪ জুন এ সংক্রান্ত পৃথক প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রদত্ত মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে নগদ অর্থ সহায়তা কর্মসূচির সুবিধা ভোগীদের তালিকা প্রণয়নে অনিয়মের জন্য গাইবান্ধা জেলার সাদুল্লাপুর উপজেলার ১১নং খোর্দ্দকোমরপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ আরিফুর রহমান চৌধুরী এবং ভিজিডি চাল বিতরণ না করে ভুয়া স্বাক্ষর গ্রহণ, উপকারভোগীদের ভিজিডি কার্ড অসৎ উদ্দেশ্যে নিজের কাছে জমা রাখাসহ বিভিন্ন অভিযোগে পটুয়াখালী জেলার দশমিনা উপজেলার ২নং আলীপুরা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বাদশা ফয়সালকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়।

উল্লেখিত সদস্য কর্তৃক সংঘটিত অপরাধমূলক কার্যক্রমের জন্য স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯ অনুযায়ী তাদের স্বীয় পদ থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করে স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত সদস্যদের পৃথক পৃথক কারণ দর্শানো নোটিশে কেন তাদেরকে চূড়ান্তভাবে তাদের পদ থেকে অপসারণ করা হবে না তার জবাব পত্র প্রাপ্তির ১০ কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণের জন্য বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব শুরু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত মোট ১০২ জনপ্রতিনিধিকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। এদের মধ্যে ৩২ জন ইউপি চেয়ারম্যান, ৬৪ জন ইউপি সদস্য, ১ জন জেলা পরিষদ সদস্য, ৪ জন পৌর কাউন্সিলর এবং ১ জন উপজেলা ভাইস-চেয়ারম্যান।

#

হায়দার/নাইচ/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৮২৭ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ২৩১৪

**করোনা পরিস্থিতিতে ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ত্রাণ সহায়তা অব্যাহত রেখেছে সরকার**

**---যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৪ আষাঢ় (২৮ জুন) :

যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল বলেছেন, করোনা পরিস্থিতিতে সৃষ্ট দুর্যোগে সারা দেশের সাধারণ মানুষের কষ্ট লাঘবে মানবিক সহায়তা হিসেবে ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত রেখেছে সরকার । এ পর্যন্ত সারা দেশে দেড় কোটির বেশি পরিবারকে ত্রাণ সহায়তা দেওয়া হয়েছে । এছাড়াও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতাধীন সেবাসমূহ অব্যাহত রেখেছে সরকার।

প্রতিমন্ত্রী আজ গাজীপুর জেলার ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্টোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ, থ্যালাসেমিয়া রোগীদের মাঝে আর্থিক সহায়তার চেক বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, শেখ হাসিনার সময়োচিত সঠিক পদক্ষেপের কারণে দেশের করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এ সময়ে তিনি জনসাধারণকে সরকারি নির্দেশনা ও স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার আহবান জানান।

অনুষ্ঠানে গাজীপুর জেলা প্রশাসন ও সমাজসেবা অধিদপ্তরের আয়োজনে মোট ১০৫ জন ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্টোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ, থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীদের প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা করে সর্বমোট ৫২ লাখ ৫০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়।

#

সৈকত/নাইচ/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৮৩০ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ২৩১৩

**কোভিড**-**১৯** (**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১৪ আষাঢ় (২৮ জুন) :

 ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (এনডিআরসিসি) থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ৬৪ জেলায় ইতোমধ্যে ২ লাখ ১১ হাজার ১৭ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া শিশু খাদ্য-সহ অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ১২২ কোটি ৯৭ লাখ ৭২ হাজার ২৬৪ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত এ সাহায্য দেশের সকল জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে।

 ‌ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী আজ দেশে নতুন করে আরো ৩ হাজার ৮০৯ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১ লাখ ৩৭ হাজার ৭৮৭ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় ৪৩ জন-সহ এ পর্যন্ত ১ হাজার ৭৩৮ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় ১৮ হাজার ৯৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৫৫ হাজার ৭২৭ জন।

 এখন পর্যন্ত সর্বমোট ২৫ লাখ ২৮ হাজার ২৪৫টি পিপিই সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে মোট বিতরণ করা হয়েছে ২৩ লাখ ৭৫ হাজার ৬৪টি এবং মজুত আছে ১ লাখ ৫৩ হাজার ১৮১টি।

 সারা দেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে ৬২৯টি প্রতিষ্ঠান এবং এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের সেবা প্রদান করা যাবে ৩১ হাজার ৯৯১ জনকে।

#

তাসমীন/নাইচ/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৮৩৬ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ২৩১২

**নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রীর আমন্ত্রণে মন্ত্রণালয়ে সাবেক মন্ত্রী শাজাহান খান**

ঢাকা, ১৪ আষাঢ় (২৮ জুন) :

 নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী আমন্ত্রণে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে আসেন আওয়ামী লীগের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য ও সাবেক নৌপরিবহন মন্ত্রী শাজাহান খান।

 আজ বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রতিমন্ত্রীর অফিস কক্ষে এ সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।
করোনা পরিস্থিতিতে দেশের চলমান সার্বিক উন্নয়ন কিভাবে এগিয়ে নেওয়া যায় এ বিষয়ে প্রতিমন্ত্রীর সাথে আলোচনা এবং মন্ত্রণালয়ের সাবেক মন্ত্রী হিসেবে নিজের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন শাজাহান খান।

#

জাহাঙ্গীর/নাইচ/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৮০৫ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ২৩১১

করোনাকালে মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ

করোনাকালে মানসিক চাপ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নিম্নোক্ত পরামর্শগুলো দিয়েছে:

* সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত থাকতে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার ওপর নির্ভর করুন। যেকোনো তথ্যের জন্য বিশ্বস্ত সংবাদ মাধ্যম যেমনঃ সরকারি প্রচারমাধ্যম এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যের ওপর নির্ভর করতে পারেন।
* একটি দৈনন্দিন রুটিন মেনে চলুন। ঘুমাতে যাওয়া ও ঘুম থেকে ওঠার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নিয়ম মেনে চলার চেষ্টা করুন। অফিসের কাজের জন্য আলাদা সময় রাখুন ও ভালো লাগে এমন কাজ প্রতিদিনের রুটিনে রাখুন। এছাড়া ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, নিয়মিত ব্যায়াম ও ভালো খাদ্যাভ্যাস মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে।
* মানসিক অস্থিরতা ও উদ্বেগ সৃষ্টি করে এমন সংবাদ দেখা কমিয়ে আনতে হবে। প্রতিদিন সময় নির্দিষ্ট করে একবার বা দুবার সর্বশেষ সংবাদ দেখুন।
* এই সময়ে মানসিক চাপ কমাতে সামাজিক যোগাযোগ গুরুত্বপূর্ণ। করোনা ভাইরাসের ঝুঁকি এড়াতে টেলিফোনে বা অনলাইনে সবার সাথে যোগাযোগ রাখুন।
* সবধরণের মাদকদ্রব্য সেবন ও নেশা থেকে বিরত থাকুন। মাদকদ্রব্য সেবন সংক্রমণের ঝুঁকি ও চিকিৎসার জটিলতা আরো বাড়িয়ে দিতে পারে।
* স্ক্রিন আসক্তি থেকে মুক্ত থাকতে টিভি, কম্পিউটার বা মোবাইল স্ক্রিনে কতটুকু সময় কাটছে তা লক্ষ্য রাখুন। শিশুদের স্ক্রিন আসক্তি থেকে দূরে রাখতে তাদের সৃষ্টিশীল কাজ করতে উৎসাহ দিন।
* শিশু কিশোরদের প্রতিদিনের রুটিনে অফ-লাইন কার্যক্রম রাখুন। দীর্ঘসময় বাসায় থাকলে তাদের ভিডিও গেমস আসক্তি বৃদ্ধি পেতে পারে। এবিষয়ে সতর্ক থাকুন।
* সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ইতিবাচক বিষয় শেয়ার করুন। কেউ মিথ্যা বা ভুল কিছু শেয়ার করলে তার ভুল ধরিয়ে দিন।
* সম্ভব হলে আপনার এলাকার অসহায়, দুস্থ মানুষ ও সমাজের অন্যদের নিজ অবস্থান থেকে সহযোগিতা করুন। এতে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়, ইতিবাচক চিন্তার বিকাশ ঘটে এবং স্বাস্থ্য ভালো থাকে।
* করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসার সাথে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা অত্যন্ত মানসিক চাপে থাকেন। তাদের অবদানকে সম্মান জানান ও তাদের উৎসাহিত করুন। তারা যেন কোনো ভাবেই সামাজিক নিগ্রহের শিকার না হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখুন।
* যাদের পূর্ব থেকেই মানসিক সমস্যা আছে তাদের প্রতি বিশেষ যত্ন নিন। ঘরে প্রয়োজনীয় ওষুধ ও অন্যান্য সহায়ক সামগ্রীর পর্যাপ্ত মজুদ রাখুন। জরুরি পরিস্থিতিতে কাজে লাগতে পারে যেমন ডাক্তার, হাসপাতাল, পুলিশ, ট্যাক্সি, অনলাইন ডেলিভারির ফোন নাম্বারগুলো সংগ্রহ করে রাখতে পারেন।

#

রাহাত/মাহমুদুল/জসীম/মাসুম/২০২০/১৫০০ঘন্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ২৩০৯

**অ্যাডভোকেট আকরামুজ্জামান এর মৃত্যুতে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ১৪ আষাঢ় (২৮ জুন) :

ফেনী জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট আকরামুজ্জামান এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ ।

প্রতিমন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। তিনি আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে অ্যাডভোকেট আকরামুজ্জামান এর অবদানের কথা কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করেন।

উল্লেখ্য, অ্যাডভোকেট আকরামুজ্জামান (৭৫) আজ রাজধানীর সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই ছেলে ও এক মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

#

ফয়সল/মাহমুদুল/জসীম/মাসুম/২০২০/১৫০০ঘন্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ২৩০৮

**অনিয়ম দুর্নীতি রোধে প্রধানমন্ত্রী জিরো টলারেন্স নীতিতে অটল**

 **-সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৪ আষাঢ় (২৮ জুন) :

অনিয়ম দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের অবস্থান স্পষ্ট উল্লেখ করে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, স্বাস্থ্যখাতই নয়, যে কোনো খাতের অনিয়ম দুর্নীতি রোধে বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জিরো টলারেন্স নীতিতে অটল।

মন্ত্রী আজ সকালে নিজ বাসভবনে ব্রিফিংয়ে একথা জানান। করোনা সংকটের এ প্রতিকূল সময়ে বন্যা কবলিত জেলাসমূহে মানুষের পাশে দাঁড়াতে তিনি আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের আহ্বান জানান।

চিকিৎসাক্ষেত্রে সকল রোগীই সমান। কোনো ধরনের ব্যবধান তৈরি না করে সমান দৃষ্টিতে চিকিৎসাসেবা প্রদানে সংশ্লিষ্টদের আহ্বান জানিয়ে সেতুমন্ত্রী বলেন, শেখ হাসিনার সরকার এ ধরনের চর্চা নিরুৎসাহিত করে।

মন্ত্রী বলেন, করোনায় আক্রান্ত অনেক রোগী বাসা-বাড়িতে থেকে চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হচ্ছেন। যে সকল রোগী বাসা-বাড়িতে অবস্থান করে চিকিৎসা নিচ্ছেন তাদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরামর্শ পেতে টেলিমেডিসিন সেবার আওতা বাড়ানোর জন্য তিনি সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ জানান।

ওবায়দুল কাদের বলেন, নমুনা পরীক্ষার সক্ষমতা দিন দিন বাড়ছে। পরীক্ষার মাধ্যমে অধিক সংখ্যক রোগী চিহ্নিত করা গেলে সংক্রমণের বিস্তার রোধ সহজতর হবে। তিনি সরকারের পাশাপাশি পিসিআর ল্যাব স্থাপনে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের আহ্বান জানান।

#

নাছের/মাহমুদুল/জসীম/মাসুম/২০২০/১৫০০ঘন্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ২৩১০

**করোনাকালীন দুর্যোগে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে পাটখাত**

ঢাকা, ১৪ আষাঢ় (২৮ জুন) :

করোনাকালীন দুর্যোগে পাটখাত বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ন অবদান রেখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা তথা ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত দেশ গড়ার গতিকে ত্বরান্বিত করে চলেছে ।

চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রথম এগারো মাসে (জুলাই-মে) পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ ৮১.৮০ কোটি ডলার আয় করেছে। এই অংক গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ৫.৭৪ শতাংশ বেশি। আর লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৮.৬৯ শতাংশ বেশি। এর মধ্য দিয়ে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে চামড়াকে ছাড়িয়ে দ্বিতীয় স্থান দখল করে নিল পাটখাত। বাংলাদেশে প্রতি বছর গড়ে সাত থেকে আট লাখ হেক্টর জমিতে ৮০-৮৫ লাখ বেল কাঁচা পাট উৎপন্ন হয়। চলতি ২০১৯-২০ মৌসুমে ৬ লাখ ৯৯ হাজার হেক্টর জমিতে প্রায় ৮০ লাখ বেল পাট উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

দেশের পাটখাত উন্নয়ন, সম্প্রসারণের জন্য বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় নানামুখী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে চলছে। বর্তমান সরকারের এসকল কর্মপরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের ফলে সামগ্রিক পাটখাতকে গতিশীল করা সম্ভব হয়েছে। পাট ক্রয়বিক্রয় সহজিকরণ, কাঁচাপাট ও বহুমুখী পাটজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ, পাটজাত পণ্য রপ্তানিতে প্রনোদনা ও অভ্যন্তরীণ ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ভূমিকা রাখছে।

চলতি পাট মৌসুমে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী পাটচাষ নিশ্চিতকরণে বীজ সরবরাহ সঠিক রাখতে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। সরকার মানসম্মত পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি ও পাটবীজ উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে পাট অধিদপ্তরের আওতায় ‘উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ’ শীর্ষক প্রকল্পটি জুলাই, ২০১৮ হতে মার্চ ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটি দেশের ৪৬টি জেলার ২৩০টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে । প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পাটচাষের উন্নত কলাকৌশল সম্পর্কে চাষীগণকে প্রশিক্ষিত করা হচ্ছে। এছাড়াও গুণগত মানসম্মত পাট ও পাটবীজ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষকদের  ৩৯০ মে:টন পাটবীজ বিনামূল্যে বিতরণসহ সবধরণের সহায়তা অব্যাহত রয়েছে।

#

সৈকত/মাহমুদুল/জসীম/মাসুম/২০২০/১৫০০ঘন্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ২৩০৭

**করোনা পরিস্থিতিতে ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ত্রাণ সহায়তা অব্যাহত**

ঢাকা, ১৪ আষাঢ় (২৮ জুন) :

       করোনা পরিস্থিতিতে সৃষ্ট দুর্যোগে সারাদেশের সাধারণ মানুষের কষ্ট লাঘবে মানবিক সহায়তা হিসেবে ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত রেখেছে সরকার । এ পর্যন্ত সারা দেশে দেড় কোটির বেশি পরিবারকে ত্রাণ সহায়তা দেয়া হয়েছে ।

         ৬৪ জেলা প্রশাসন থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২৭ জুন পর্যন্ত সারাদেশে  চাল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে দুই লাখ ১১ হাজার ১৭ মেট্রিক টন এবং বিতরণ করা হয়েছে এক লাখ ৮৮ হাজার ২৪ মেট্রিক টন । এতে উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা এক কোটি ৬২ লাখ ৯৫ হাজার ৯০৪  এবং উপকারভোগী লোকসংখ্যা সাত কোটি ১৪ লাখ ৮৩ হাজার ৯৫ জন ।

         শিশুখাদ্য সহ অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে প্রায় ১২৩ কোটি  টাকা । এরমধ্যে সাধারণ ত্রাণ হিসেবে নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৯৫ কোটি ৮৩ লাখ ৭২ হাজার ২৬৪ টাকা এবং বিতরণ করা হয়েছে ৮৮ কোটি ৫৭ লাখ ৩৮ হাজার ১৩৩ টাকা । এতে উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা ৯৬ লাখ ৫৯ হাজার ১৭৩ এবং উপকারভোগী লোক সংখ্যা চার কোটি  ২৮ লাখ ২২ হাজার ৪১১ জন ।

        শিশু খাদ্য সহায়ক হিসেবে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ২৭ কোটি ১৪ লাখ টাকা এবং এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে ২৫ কোটি ২১ লাখ ১৯ হাজার ২৪১ টাকা । এতে উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা আট লাখ ১৫ হাজার ২৯১ এবং উপকারভোগী লোকসংখ্যা ১৬ লাখ ৯০ হাজার ৮৩৩ জন ।

#

সেলিম/মাহমুদুল/জসিম/মাসুম/২০২০/১০ ঘন্টা